দাদা ভগবান কথিত

এডজাস্ট এভরিহোয়্যার

দাদা ভগবান কথিত

এডজাস্ট এভরিহোয়্যার

সংকলন ঃ ডঃ নীরুবেন অমিন

প্রকাশক ঃ **অজীত সি. প্যাটেল,**
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ - ৩৮০০১৪
ফোন ঃ (০৭৯) ৩৯৮৩০ ১০০

E-mail : info@dadabhagwan.org

First Edition : 1000 copies, January 2016

ভাবমূল্য ঃ 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্যমূল্য ঃ ১০ টাকা

মুদ্রক ঃ অম্বা অফসেট,
পার্শ্বনাথ চেম্বার্স (বেসমেন্ট), আর. বি. আই-এর নিকট,
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ - ৩৮০০১৪

ফোন ঃ (০৭৯) ২৭৫৪২৯৬৪, ৩০০০৪৮২৩/২৪

ত্রি-মন্ত্র

নমো অরিহন্তানম্

নমো সিদ্ধানম্

নমো আয়রিয়ানম্

নমো উবজ্ঝায়ানম্

নমো লোয়ে সব্বসাহুনম্

এ্যায়সো পঞ্চ নমুক্কারো;

সব্ব পাবপ্পনাশনো

মঙ্গলানম চ সব্বেসিম্;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ১

ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২

ওম্ নমঃ শিবায় ৩

জয় সৎ চিৎ আনন্দ

দাদা ভগবান কে?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬'টার সময় ভীড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৩-এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহমন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, বহুজন্ম ধরে ব্যক্ত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল দাদা ভগবান পূর্ণরূপে প্রকট হলেন - অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রকট হল। অলৌকিকভাবে এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল। 'আমি কে? ভগবান কে? জগত কে চালায়? কর্ম কি? মুক্তি কি?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমস্ত রহস্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হল। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ দর্শন প্রদান করল যার মাধ্যম হলেন গুজরাত-এর চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরন গ্রামনিবাসী পাটীদার শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেল যিনি কন্ট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী ছিলেন।

'ব্যবসা-তে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম-তে ব্যবসা নয়' এই নীতি অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারোর কাছ থেকে অর্থ নেন নি, উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদের তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার অদ্ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা ওনার যে রকম প্রাপ্তি হয়েছিল তেমনই অন্য মুমুক্ষুদের-ও তিনি কেবল দু'ঘন্টাতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন। একে অক্রম মার্গ বলে। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের আর ক্রম মানে সিঁড়ির পরে সিঁড়ি - ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফট্-মার্গ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা।

উনি স্বয়ংই 'দাদা ভগবান'কে? এই রহস্য জানাতেন। উনি বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন তিনি দাদা ভগবান নন। তিনি তো এ.এম.প্যাটেল; আমি জ্ঞানী পুরুষ আর আমার ভিতর যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যেই আছেন; আপনার মধ্যে অব্যক্তরূপে আছেন, আর আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত অবস্থায় আছেন। 'দাদা ভগবান'কে আমিও নমস্কার করি।"

সম্পাদকীয়

জীবনের প্রত্যেক প্রসঙ্গে বিচারপূর্বক আমি নিজে যদি অন্যের সাথে এড্‌জাস্ট্‌ না হই তাহলে ভয়ঙ্কর সংঘাত হতেই থাকবে। জীবন বিষময় হবে আর শেষ পর্য্যন্ত জগৎ তো জোর করে আমাকে দিয়ে এড্‌জাস্ট্‌মেন্ট করিয়েই নেবে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক, যেখানে হোক, এড্‌জাস্ট্‌ তো হতেই হবে। তাহলে কেন না বিচারপূর্বক এড্‌জাস্ট্‌ হয়ে যাও, তাতে কতরকম সংঘাত তো এড়ানো যাবেই আর সুখ-শান্তি স্থাপিত হবে।

লাইফ ইজ্‌ নাথিং বাট এড্‌জাস্ট্‌মেন্ট্‌ (জীবন এড্‌জাস্ট্‌মেন্ট্‌ ছাড়া আর কিছুই নয়!) জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এড্‌জাস্ট্‌মেন্ট নিতে হবে, তা কেঁদেই নাও বা হেসে নাও! পড়াশুনা করতে ভাল লাগুক বা না লাগুক, এড্‌জাস্ট্‌ হয়ে পড়তে তো হবেই। বিয়ে করার সময় হয়তো খুশী হয়েই করে, কিন্তু পরে সমস্ত জীবন স্বামী-স্ত্রীকে একে অন্যের সাথে এড্‌জাস্ট্‌মেন্ট তো নিতেই হয়। দুই ভিন্ন প্রকৃতিকে সারা জীবন একসাথে থেকে যা দায়িত্ব আছে তা নির্বাহ করতে হবে। সারাজীবন একে অন্যের সাথে সমস্ত দিক থেকে এড্‌জাস্ট্‌ হয়ে থাকে এরকম ভাগ্যশালী ক'জন আছে এই কালে? আরে, রামচন্দ্রজী আর সীতাজীর-ও কি বহুবার ডিসএড্‌জাস্ট্‌মেন্ট হয় নি? স্বর্ণমৃগ, অগ্নিপরীক্ষা আর গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও বনবাস? তাঁদের কত-কত এড্‌জাস্ট্‌মেন্ট নিতে হয়েছে।

মাতা-পিতা আর সন্তানদের একে অন্যের সাথে প্রতি পদে এড্‌জাস্ট্‌মেন্ট নিতে হয় না কি? যদি বিচারপূর্বক এড্‌জাস্ট্‌ হওয়া যায় তাহলে শান্তি থাকে আর কর্মবন্ধন হয় না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কাজ-কর্ম সমস্ত কিছুতে, 'বস'-এর সাথে কি ব্যবসায়ী বা দালালের সাথে অথবা তেজী-মন্দী ভাবের সাথে, সব জায়গায় যদি তুমি এড্‌জাস্ট্‌মেন্ট না নাও তো কত কত দুঃখের পাহাড় জমে যাবে।

সেইজন্যে 'এড্‌জাস্ট্‌ এভ্‌রিহোয়্যার'-এর 'মাস্টার কী' নিয়ে যে জীবনযাপন করে তার জীবনের কোন তালা খুলবে না, এরকম হয় না। জ্ঞানীপুরুষ পরমপূজ্য দাদাশ্রীর স্বর্ণময় সূত্র 'এড্‌জাস্ট্‌ এভ্‌রিহোয়্যার' জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সংসার সুখময় হয়!

-ডঃ নীরুবেহন অমীন-এর জয় সচ্চিদানন্দ

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির বর্তমান সূত্র

'আমি নিজে কয়েকজনকে সিদ্ধি (বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা) প্রদান করে যাব। আমি চলে যাওয়ার পরে তাদের কি প্রয়োজন থাকবে না? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও এই মার্গের প্রয়োজন আছে, নয় কি?'

--দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী শহর থেকে শহরে, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন সৎসঙ্গ করার জন্য আর যাঁরা তাঁর কাছে আসত তাদের আত্মজ্ঞান প্রদান করতেন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সাংসারিক ব্যবহারের শিক্ষাদান করতেন। ১৯৮৭ সালের শেষ দিকে তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলিতে তিনি ডাঃ নীরুবেন অমিনকে তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সিদ্ধি প্রদান করেন।

১৯৮৮ সালের ২রা জানুয়ারি পরমপূজ্য দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর ডাঃ নীরুবেন তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেন ভারতবর্ষের শহরে-গ্রামে এবং বিদেশে পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ পরিভ্রমণ করে। তিনিই ছিলেন দাদাশ্রীর অক্রমবিজ্ঞানের প্রতিনিধি। ২০০৬ সালের ১৯শে মার্চ তাঁর দেহবিলয়ের সময় তিনি দাদাশ্রীর সমস্ত কাজ শ্রী দীপকভাই দেশাই-কে দিয়ে যান। বর্তমান সময়ে অক্রমবিজ্ঞানকে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির সরল এবং প্রত্যক্ষ মার্গ হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনিই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। হাজার-হাজার মুমুক্ষু এর সুযোগ নিয়ে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে করতেও আত্মানুভবে স্থিত হয়েছে। তাদের দৈনন্দিন সংসারিক জীবনেও তারা মুক্তির সুখ অনুভব করেছে। পূজ্য নীরুবেন অমিন-এর উপস্থিতিতে জ্ঞানীপুরুষ দাদাশ্রী তাঁর অক্রম-বিজ্ঞানের সৎসঙ্গ করার জন্য শ্রী দীপকভাইকে সিদ্ধি প্রদান করেন। তিনি দাদাশ্রীর নির্দেশ মত এবং ডাঃ নীরুবেন আমিনের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৮ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে দেশে এবং বিদেশে সৎসঙ্গ করেছেন। এখন আত্মজ্ঞানী শ্রী দীপকভাই দেশাই-এর মাধ্যমে অক্রমবিজ্ঞানের জ্ঞানবিধি এবং সৎসঙ্গ পুরোদমে প্রসারিত হয়ে চলেছে।

শাস্ত্রের প্রভাবশালী বাণী মুমুক্ষুর মুক্তির ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে এবং পথনির্দেশ করে। সমস্ত মুমুক্ষুর অন্তিম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি। আত্মজ্ঞান ছাড়া মুক্তি অসম্ভব। আত্মজ্ঞান বইতে থাকে না; তা জ্ঞানীর হৃদয়ে অবস্থিত। কেবলমাত্র জ্ঞানীর সাক্ষাতেই আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। দেহধারী আদ্মজ্ঞানীর সাক্ষাৎ পেলে আজকের দিনেও অক্রমবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা কেউ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে। একটা জ্বলন্ত প্রদীপ-ই পারে অন্য প্রদীপকে জ্বালাতে!

এডজাস্ট এভরিহোয়্যার

একটাই শব্দ আত্মস্থ করো

প্রশ্নকর্তা ঃ এখন তো জীবনে শান্তির সরল মার্গ চাই।

দাদাশ্রী ঃ একটাই শব্দ জীবনে ফলিত করতে পারবে, একদম এগ্‌জ্যাক্ট (অবিকল)?

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ, এগ্‌জ্যাক্ট।

দাদাশ্রী ঃ 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার' এই যে শব্দ এটা যদি তুমি জীবনে ফলিত করতে পার তাহলেই অনেক হল, তোমার শান্তি স্বয়ং স্থাপিত হবে। প্রথম ছ'মাস পূর্বের রি-অ্যাকশন থাকবে, কিন্তু তারপরে শান্তি ফিরে আসবে। সুতরাং 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার'। কলিযুগের এই ভয়ঙ্কর কালে এডজাস্ট না করতে পারলে তো মারা পড়বে।

সংসারে অন্য কিছু না জানলেও চলবে, কিন্তু 'এডজাস্ট' করতে তো জানা চাই। সামনের জন্য 'ডিস্‌এডজাস্ট' করলেও তুমি যদি 'এডজাস্ট' করো তো সংসারসমুদ্র পার হয়ে যাবে। অন্যের অনুকূল হতে পারলে আর কোন দুঃখ-ই হবে না। 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার'। প্রত্যেকের সাথে 'এডজাস্টমেন্ট' হয়, এটাই সবথেকে বড় ধর্ম। বর্তমান কালে তো প্রকৃতি ভিন্ন-ভিন্ন তাহলে 'এডজাস্ট' না হয়ে কি করে চলবে?

দখল নয়, 'এডজাস্ট' হও

সংসারের অর্থ-ই সম্‌শরণ মার্গ, অর্থাৎ নিরন্তর পরিবর্তন হয়। এই স্থিতিতে এই বৃদ্ধেরা পুরানো যুগেই আটকে থাকে। আরে, যুগের হিসাবে না চললে মার খেয়ে মরে যাবে। যুগের উপযুক্ত 'এডজাস্টমেন্ট' নিতে হবে। আমার তো চোরের সাথে, পকেটমারের সাথে, সবার সাথেই 'এডজাস্টমেন্ট' হয়। আমি চোরের সাথে কথা বললে সে বুঝতে পারে যে এ করুণাময়। আমি চোরকে 'তুই খারাপ' এমন কথা বলি না। কেননা

এটা তার 'ভিউ-পয়েন্ট'। তখন লোকে একে 'না-লায়েক' বলে গালি দেয়। তাহলে এই উকিলরা মিথ্যুক নয়? 'স্যার, মিথ্যা মামলা জিতিয়ে দেব' এরকম যে বলে তাকে ঠগ বলবে না? চোরকে লুচ্চা বলে আর এই সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলাকে সত্যি বলে তাকে সংসারে বিশ্বাস কিভাবে করা যায়? অথচ এমনিভাবেই চলছে। কাউকেই অমি খারাপ বলি না। সে তার 'ভিউ-পয়েন্ট' থেকে নিশ্চয়-ই ঠিক। কিন্তু তার সাথে কথা বলে তাকে বোঝাই যে এই চুরি করার পরিণাম কি।

বয়স্ক লোকেরা ঘরে এসেই বলবে 'এই লোহার দরজা? এই রেডিয়ো? এটা এমন কে? সেটা তেমন কেন?' এইভাবে হস্তক্ষেপ করে। এখন নবীন প্রজন্মের সাথে বন্ধুত্ব কর। এই যুগ তো বদলাতে থাকে। তাহলে এইসব ছাড়া এরা বাঁচবে কি করে? কিছু নতুন দেখলে সেটাতে এদের মোহ উৎপন্ন হয়? নতুন কিছু না হলে বাঁচবেই বা কিভাবে? এইরকম নতুন তো অনন্ত এসেছে আর গেছে, এতে তুমি হস্তক্ষেপ করবে না। তোমার অ-পছন্দ হলে সেটা তুমি করবে না। এই আইস-ক্রীম তোমাকে এরকম বলে না যে আমার থেকে দূরে সরে যাও। তুমি না খেতে চাইলে খাবে না। কিন্তু বয়স্করা এর উপরে বিরক্ত হয়। এই মতভেদ তো যুগ বদলানোর কারণে হচ্ছে। নবীনরা তো যুগের অনুসারে কাজ করে। মোহ অর্থাৎ নতুন নতুন উৎপন্ন হয় আর তা নতুন-ই দেখায়। আমি তো বালক-বয়স থেকেই বুদ্ধি দিয়ে অনেক বিচার করে দেখেছি এই জগৎ উল্টো চলছে না সোজা চলছে। আর এটা বুঝেছি যে এই জগৎকে বদলানোর ক্ষমতা কারোর নেই। তবুও আমি বলছি যে যুগের অনুসারে এডজাস্ট হও। ছেলে নতুন ধরনের টুপি পরে এলে তাকে বলবে না যে এরকম কোথা থেকে আনলে? এই বলে এডজাস্ট করবে যে 'এমন সুন্দর টুপি কোথায় পেলে? কত দিয়ে আনলে? খুব সস্তা পেলে?' এইভাবে এডজাস্ট হওয়া চাই।

আমার ধর্ম কি বলছে প্রতিকূলতায় অনুকূল দেখবে। রাত্রে মনে হলো 'এই চারদরটা ময়লা', তবু পরে এডজাস্টমেন্ট করে নিলাম তখন এত নরম লাগল যে সে আর বলার নয়। পঞ্চেন্দ্রিয়জ্ঞান প্রতিকূল দেখায় আর আত্মা অনুকূল দেখায়। সেইজন্যে আত্মায় থাকো।

দুর্গন্ধ-এর সাথে এডজাস্টমেন্ট

এই যে বান্দ্রার খাঁড়ি (মুম্বইয়ের শহরতলী) থেকে দুর্গন্ধ আসে, তো এর সাথে কি ঝগড়া করতে যাবে? তেমনি এইসব মানুষ-ও দুর্গন্ধ ছড়ায়, তাদের কি বলবে? যা কিছু দুর্গন্ধ ছড়ায় তাদের খাঁড়ি বলে আর সুগন্ধ ছড়ালে তাদের বাগান বলে। যারা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তারা বলছে, 'তুমি আমাদের প্রতি বীতরাগ হও।'

এই যে ভালো - মন্দ বলা হয় তা নিজেকেই উত্ত্যক্ত করে। আমাদের তো উভয়কে একই মনে করে চলতে হবে। একটাকে ভালো বলা হলে অন্যটা অটোম্যাটিক খারাপ হয় আর পরে তা উত্যক্ত করে। সেইজন্য দু'য়ের 'মিক্সচার' করে ফেলে দাও যাতে আর ফল দিতে না পারে। 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার' তো আমি আবিষ্কার করেছি। ভালো-ই বলুক আর খারাপ-ই বলুক, দু'য়ের সাথেই এডজাস্ট হয়ে যাও। আমাকে যদি কেউ বলে, 'তোমার কোন আক্কেল নেই' তো আমি তার সাথে তৎক্ষণাৎ এডজাস্ট হয়ে যাই আর বলি 'সে তো কোনদিনই নেই। আমাকে আর তুমি কি বলবে। তুমি তো একথা আজকে জানলে; আমি তো ছোটবেলা থেকেই তা জানি।' এরকম বললে ঝামেলা মেটে তো? আর এ আমার কাছে আক্কেল-এর কথা বলবে না। এইভাবে না চললে 'নিজের ঘর' (মোক্ষ) কখন পৌঁছাবে?

ওয়াইফ (স্ত্রী)-এর সাথে এডজাস্টমেন্ট

প্রশ্নকর্তা ঃ এডজাস্ট কেমন করে করব এটা একটু বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী ঃ তোমার কোন কারণবশতঃ দেরি হয়ে গেল আর স্ত্রী উল্টা-সিধা বলতে লাগল, 'এত দেরী করে এলে, আমার পছন্দ নয় এই সব, এটা সেটা...' মানে মাথা খারাপ হয়ে গেল। তখন তুমি বলবে, 'হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক। তুমি বললে ফিরে যাই, তুমি বললে ঘরে এসে বসি।' তখন বলবে, 'না, ফিরে যেতে হবে না, এখন চুপচাপ শুয়ে পড়ো।' তবুও বলবে, 'তুমি বললে খাব, নয়তো সুয়ে পড়বো'। তখন বলবে, 'না, খেয়ে নাও'। অর্থাৎ তুমি একে শান্ত করে খেয়ে নেবে। মানে এডজাস্ট হয়ে গেল। এর

ফলে সকালে ফার্স্টক্লাস চা দেবে আর যদি উপর থেকে রাগারাগি করো তো চায়ের কাপ ঠক্ করে রাখবে। এটা তিনদিন ধরে চলতেই থাকবে।

খিচুড়ি খাব না হোটেলে পীৎজা

এডজাস্ট করতে না জানলে কি করবে? লোকে স্ত্রী-র সাথে ঝগড়া করবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ।

দাদাশ্রী ঃ এমনি? কি ভাগ ঠিক করলে? স্ত্রী-র সাথে কি ভাগ - বাঁটোয়ারা করবে? সম্পত্তির ভাগীদারী তো আছেই।

প্রশ্নকর্তা ঃ স্বামী-র গুলাবজামুন খাওয়ার ইচ্ছে আর স্ত্রী খিচুড়ি বানায়। তারপর ঝগড়া হয়।

দাদাশ্রী ঃ ঝগড়া করার পরে কি গুলাবজামুন আসে? খিচুড়ি-ই তো খেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা ঃ পরে বাইরে হোটেল থেকে পীৎজা আনাই।

দাদাশ্রী ঃ এইরকম? অর্থাৎ এটাও হলো না আর ওটাও হলো না। পীৎজা তো আসে, তাই না? কিন্তু গুলাবজামুন তো তোমার হাত থেকে বেরিয়ে গেল। এ না করে বলতে হতো 'তোমার যা ভাল লাগে তাই বানাও'। তার-ও তো কোনদিন খাওয়ানোর ইচ্ছা হতে পারে। সে কি খাবে না? তখন তুমি বলবে 'তোমার যা সুবিধা হয় তাই বানাও'। তাহলে সে বলবে 'না, তোমার যা ভাল লাগে তাই বানাব'। তখন তুমি বলতে পারবে 'তাহলে গুলাবজামুন বানাও'। আর যদি প্রথমেই গুলাবজামুন বানাতে বলো তাহলে খিচুড়ি বানাবে। এইরকম উল্টো-ই চলবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ এই মতভেদ দূর করার উপায় কি?

দাদাশ্রী ঃ আমি তো এই রাস্তা-ই দেখাই যে 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার'। সে যদি বলে যে 'আজ খিচুড়ি বানাব' তো তুমি এডজাস্ট হয়ে যাবে। আর তুমি যদি বলো 'না, আজ আমরা বাইরে যাব, সৎসঙ্গে যাব' তাহলে তাকে এডজাস্ট হতে হবে। যে আগে বলবে তার সাথে অন্যকে এডজাস্ট হতে হবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে তো প্রথমে বলার জন্যেই মারামারি হবে।

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, তাই করবে কিন্তু এডজাস্ট হয়ে যাবে। কেননা তোমাদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। সত্ত্বা কার হাতে আছে তা আমি জানি। তাহলে ভাই, এখানে এডজাস্ট হতে কোন অসুবিধা আছে কি?

প্রশ্নকর্তা ঃ না, কিছুই নয়।

দাদাশ্রী ঃ বহেনজী, তোমার আপত্তি আছে?

প্রশ্নকর্তা ঃ না।

দাদাশ্রী ঃ তাহলে এর একটা ফয়সালা করে নাও না। 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার'! এতে কোন আপত্তি আছে?

প্রশ্নকর্তা ঃ না, একটুও নয়।

দাদাশ্রী ঃ ও যদি প্রথমে বলে যে আজ পিঁয়াজ-পকোড়া,লাড্ডু, সব্জী সব বানাও তাহলে তুমি এডজাস্ট হয়ে যাবে আর তুমি যদি বলো আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো তাহলে ওর এতে এডজাস্ট হয়ে যাওয়া উচিৎ। (ভাইকে উদ্দেশ্য করে) তোমার যদি কোন বন্ধুর কাছে যাওয়ার থাকে তাহলে সেটা মুলতুবী রেখে শুয়ে পড়বে কারণ বন্ধুর সাথে ঝামেলা হলে পরে দেখে নেওয়া যাবে, কিন্তু এখানে এই প্রথম ঝামেলা তো হতেই দেবে না। ওখানে বন্ধুর সাথে ভালো হওয়ার জন্যে এখানে ঝামেলা করবে, তা হওয়া চলবে না। অর্থাৎ ও যদি প্রথমে বলে তাহলে তুমি এডজাস্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু আমার যদি আট'টার সময় মীটিং-এ যাওয়ার হয় আর স্ত্রী বলে যে এখন শুয়ে পড়ো তাহলে সেটা কেমন করে করবো?

দাদাশ্রী ঃ এরকম কল্পনা করবে না। প্রকৃতির নিয়ম হলো 'হোয়্যার দেয়্যার ইজ্ এ উইল, দেয়্যার ইজ্ এ ওয়ে' (ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়)। কল্পনা করবে তো গন্ডগোল হবে। সে দিন সে নিজেই বলবে 'তাড়াতাড়ি যাও', নিজে গ্যারেজ অবধি ছাড়তে আসবে। কল্পনা করার জন্যেই সব নষ্ট হয়। এইজন্যে আমি একটা বইতে লিখেছি 'হ্যোয়্যার দেয়্যার ইজ্ এ উইল, দেয়্যার ইজ্ এ ওয়ে' পালন করতে পারলেই অনেক হবে। পালন করবে তো?

প্রশ্নকর্তা ঃ হাঁ, জী।

দাদাশ্রী ঃ নে প্রমিস কর। ঠিক্! ঠিক্! একেই বলে শূরবীর, প্রমিস করেছে!

ভোজনে এডজাস্টমেন্ট

ব্যবহার সঠিক তখনই বলা যাবে যখন 'এডজাস্ট এভ্রিহোয়্যার' হবে। এখন ডেভেলপমেন্টের (প্রগতি-র) সময় এসেছ। মতভেদ হতে দেবে না। এইজন্যে এখন লোকেদের আমি সূত্র দিয়েছি, 'এডজাস্ট এভ্রিহোয়্যার'! এডজাস্ট, এডজাস্ট, এডজাস্ট। কড়ী (এক প্রকার ব্যঞ্জন) নুন বেশী হলে বুঝে নেবে দাদাজী এডজাস্টমেন্ট নিতে বলেছেন। সুতরাং কড়ী একটু খেয়ে নেবে। হ্যাঁ, আচার মনে পড়লে আনিয়ে নেবে একটু আচার আনো বলে। কিন্তু ঝগড়া করবে না, ঘরে ঝগড়া হওয়া উচিৎ নয়। নিজে কোন জায়গায় মুস্কিলে পড়লে সেখানে স্বয়ং-ই এডজাস্টমেন্ট করে নেবে, তাহলেই সংসার সুন্দর লাগে।

পছন্দ না হলেও মেনে নাও

তোমার সাথে যারা ডিস্এডজাস্ট হতে আসবে তাদের সাথে তুমি এডজাস্ট হয়ে যাও। প্রাত্যহিক জীবনে যদি শাশুড়ী-বৌয়ের বা বড়বৌ-ছোটবোয়ের মধ্যে ডিসএডজাস্টমেন্ট হয় তাহলে যার এই সংসারের ঘটনাচক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা আছে তাকেই এডজাস্ট হতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কেউ একজন ফাটল ধরায় তাহলে অন্যজনকে জোড়া লাগাতে হবে, তাহলেই সম্পর্ক বজায় থাকবে আর শান্তি থাকবে। যে এডজাস্টমেন্ট করতে না পারে লোকে তাকে মেন্টাল (পাগল) বলে। এই রিলেটিভ সত্যের প্রতি আগ্রহ বা জেদ করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। 'মানুষ' কাকে বলে? যে এভ্রিহোয়্যার এডজাস্টেবল। চোরের সাথেও এডজাস্ট হয়ে যেতে হয়।

শোধরাব অথবা এড্‌জাস্ট হয়ে যাব

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে যদি আমি সামনের লোকের সাথে এডজাস্ট হতে পারি তো সবকিছু কত সরল হয়ে যায়। আমি সাথে কি নিয়ে যাব? কেউ বলবে 'ভাই, স্ত্রী-কে সিধা করে দাও।' আরে, ওকে সিধা করতে গেলে তুমিই বাঁকা হয়ে যাবে। সেইজন্যে স্ত্রী-কে সিধা করতে যেও না, যেমন হোক তাকেই কারেক্ট বলবে। তার সাথে তোমার চিরকালের সম্বন্ধ হলে আলাদা কথা, এ তো একজন্ম, তারপর না জানি কোথায় হারিয়ে যাবে। দু'জনের মৃত্যুর সময় আলাদা, দু'জনের কর্ম আলাদা! কিছু নেওয়ার-ও নেই, দেওয়ার-ও নেই! এখান থেকে ও কার কাছে যাবে তার ঠিকানা কি? তুমি ওকে সোজা করবে আর সামনের জন্মে যাবে আর কারোর ভাগে!

এইজন্যে না তো তুমি ওকে সিধা করবে আর না ও তোমাকে সিধা করবে। যা পেয়েছো তাই সোনা হেন। প্রকৃতি কারোর কখনও সোজা হয় না, হতে পারে না। কুকুরের লেজ বাঁকা তো বাঁকাই থাকে। এইজন্য তুমি সাবধান হয়ে চলো। যেমন আছে সেটাই ঠিক আছে, 'এড্‌জাস্ট এভরিহোয়্যার'।

পত্নী তো 'কাউন্টার ওয়েট'

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি স্ত্রী-র সাথে এডজাস্ট করার অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু এডজাস্টমেন্ট হয় না।

দাদাশ্রী ঃ সবই হিসাব অনুযায়ী হয়। বলটুও বাঁকা আর নাটও বাঁকা, তো সেখানে সোজাভাবে ঘোরালে কিভাবে চলবে? আপনার মনে হতে পারে যে স্ত্রী-জাতি এরকম কেন? কিন্তু স্ত্রী-জাতি তো আপনার 'কাউন্টার ওয়েট'। যতটা আপনার দোষ, ততটাই ও ট্যাড়া; এইজন্যেই তো সব 'ব্যবস্থিত', এইরকম আমি বলেছি না?

প্রশ্নকর্তা ঃ সবাই আমাকে সোজা করতে এসেছে, এরকম-ই মনে হচ্ছে।

দাদাশ্রী ঃ সে তো তোমাকে সোজা করাই দরকার। সোজা না হলে কি দুনিয়া চলে? সোজা না হলে বাবা কি করে হবে? সোজা হলে তবেই বাবা হতে পারবে। স্ত্রী-জাতি এমনই যে বদলাবে না, তাই আমাদের বদলাতে

হবে। ওরা সহজ জাতি, বদলে যাবে এমন নয়।

স্ত্রী, সেটা কি বস্তু?

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনিই বলুন।

দাদাশ্রী ঃ ওয়াইফ ইজ্ দ্য কাউন্টার ওয়েট অফ্ মেন। ওই কাউন্টার ওয়েট না থাকলে মানুষ (পুরুষ) লুটিয়ে পড়বে।

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা বুঝতে পারলাম না।

দাদাশ্রী ঃ ইঞ্জিনে কাউন্টার ওয়েট রাখা হয় নইলে ইঞ্জিন চলতে চলতে ভেঙ্গে যাবে। এইরকমেই মানুষের কাউন্টার ওয়েট স্ত্রী। স্ত্রী থাকলে ভেঙ্গে পড়বে না। নয়তো দৌড়-ঝাঁপ করেও কোন ঠিকানা থাকত না। আজ এখানে তো কাল কোথা থেকে কোথায় চলে যেত। স্ত্রী আছে তাই ঘরে ফিরে আসে, নয়তো ঘরে ফিরতো কি?

প্রশ্নকর্তা ঃ আসতো না।

দাদাশ্রী ঃ স্ত্রী ওর কাউন্টার ওয়েট।

সংঘর্ষ, শেষ পর্য্যন্ত অন্ত পায়

প্রশ্নকর্তা ঃ সকালের সংঘাত দুপুরে ভুলে যাই আর সন্ধ্যায় আবার নতুন হয়।

দাদাশ্রী ঃ সংঘর্ষ কোন শক্তিতে হয় তা আমি জানি। ও উল্টো বলে, তাতে কোন শক্তি কাজ করছে? বলার পরে আবার 'এডজাস্ট' হয়ে যায়, এসব জ্ঞান দ্বারাই বোঝা যায়, এইরকম ব্যাপার। তবুও সংসারে 'এডজাস্ট' হতে হবে। কেননা প্রত্যেক বস্তুর-ই অন্ত আছে। আর ধরে নাও যদি লম্বা সময় চলেও তাহলেও তুমি তাকে সাহায্য করছো না বরং বেশী লোকসান করছো। তুমি নিজেরও লোকসান করছো আর সামনের জনেরও লোকসান করছো।

অথবা প্রার্থনার 'এডজাস্টমেন্ট'

প্রশ্নকর্তা ঃ সামনের লোককে বোঝানোর জন্য আমি আমার পুরুষার্থ করলাম, তারপরে সে বুঝলো - না বুঝলো সেটা তার পুরুষার্থ?

দাদাশ্রী ঃ আমার দায়িত্ব এইটুকুই যে আমি ওকে বোঝাবো। তাতে ও না বুঝলে তার আর কোন উপায় নেই। তারপর তুমি এটুকুই বলবে, 'হে দাদা ভগবান! একে সদ্‌বুদ্ধি দিন।' এটা তো বলতে হবে। তাকে মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখতে পারো না। এটা কোন গাল-গল্প নয়। এটা দাদাজী-র 'এডজাস্টমেন্ট'-এর বিজ্ঞান, আশ্চর্যজনক এই 'এডজাস্টমেন্ট'। আর যেখানে 'এডজাস্ট' হতে পারো না সেখানে ওর স্বাদ তো তুমি নিশ্চয়ই পাও? 'ডিসএডজাস্টমেন্ট'-ই মূর্খতা। কারণ ও মনে করে যে আমি আমার স্বামীত্ব ছাড়ব না আর আমার কথামত-ই সব চলবে। এরকম মেনে চললে সারা জীবন ক্ষুধায় কষ্ট পাবে আর একদিন থালায় 'পয়জন' (বিষ) এসে পড়বে! সহজরূপে যা চলছে তাকে চলতে দাও! বাতাবরণ-ই কেমন?! এইজন্যে স্ত্রী যখন বলবে যে, 'তুমি না-লায়েক', তখন বলবে 'খুব ভালো।'

কুটিল প্রকৃতির লোকের সাথে এডজাস্ট হয়ে যাও

প্রশ্নকর্তা ঃ ব্যবহার তো তাকেই বলব যে এডজাস্ট হয়ে যায় যাতে প্রতিবেশীও বলে যে 'সব বাড়িতে ঝগড়া হয়, কিন্তু এই বাড়িতে ঝগড়া হয় না।' এর ব্যবহার সর্বোত্তম বলা যায়। যার সঙ্গ পছন্দ হয় না, সেখানেই শক্তি বিকশিত করতে হবে। যেখানে অনুকূল সেখানে তো শক্তি আছেই। প্রতিকূল ভাবা - সে তো দুর্বলতা। আমার সবার সাথে অনুকূলতা থাকে কেন? যত এডজাস্টমেন্ট নেবে তত শক্তি বাড়বে আর দুর্বলতা নষ্ট হবে। সত্যিকারের বোধ তো তখন আসবে যখন সমস্ত উল্টো বোধে তালা লেগে যাবে।

নরম স্বভাবের লোকের সাথে তো সবাই এডজাস্ট হবে কিন্তু কুটিল, কঠোর, গরম মেজাজের লোকের সাথে এডজাস্ট হতে পারলে কাজে আসবে। যতই নির্লজ্জ মানুষ হোক না কেন তার সাথে যদি মাথা গরম না করে এডজাশ্ট হতে পারা যায় তাহলে তা কাজের। রেগে গেলে চলবে না। জগতের কোন বস্তুই তোমার সাথে 'ফিট' হবে না। তুমি যদি সবার সাথে 'ফিট' হয়ে যাও তাহলে জগৎ সুন্দর আর সবাইকে 'ফিট' করানোর চেষ্টা করতে গেলে জগৎ বাঁকা। সুতরাং 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার'! তুমি যদি এতে 'ফিট' হয়ে যাও তো কোন অসুবিধা নেই।

ডোন্ট্ সী ল, সেট্‌ল্
(নিয়ম দেখতে যেও না, মিটিয়ে নাও)

সামনের লোক যদি ট্যাড়া হয় তো জ্ঞানী তার সাথেও এডজাস্ট হয়ে যান। 'জ্ঞানীপরুষ'কে দেখে চললে সব রকমের এডজাস্টমেন্ট নেওয়া শিখে যাবে। এর পিছনের বিজ্ঞান বলছে যে বীতরাগ হও, রাগ-দ্বেষ কোরো না। এ তো ভিতরে কিছুটা আসক্তি থেকে যায় সেইজন্যে মার খেতে হয়। ব্যবহারে যে একতরফা নিস্পৃহ হয়ে গেছে তাকে ট্যাড়া বলে। তোমার প্রয়োজন থাকলে সামনের জন ট্যাড়া হলেও তাকে মানিয়ে নিতে হবে। স্টেশনে কুলীর দরকার আর সে হ্যাঁ-না করছে, তাহলেও তাকে চার-আনা বেশী দিয়ে রাজী করাতে হবে। রাজী করাতে না পারলে ব্যাগ নিজেকেই বইতে হবে!

ডোন্ট সী ল'জ্, প্লীজ্ সেট্‌ল্। সামনের লোককে মানিয়ে চলার জন্যে বলা, 'আপনি এই রকম করুন, ওইরকম করুন' এসব বলার সময়ই কোথায়? সামনের জনের শত ভুল হলেও তোমাকে তো 'আমার-ই ভুল' বলে এগিয়ে যেতে হবে। এই কালে ল'(নিয়ম) কি দেখা হয়? এ তো শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। যেখানেই দেখো সেখানেই দৌড়ঝাঁপ আর ব্যস্ততা! লোক তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। ঘরে গেলে স্ত্রী-র চেঁচামেচি, বাচ্চার নালিশ, চাকরীতে গেলে সেঠজীর নালিশ, রেলে গেলে ভীড়ের ধাক্কা খেতে হয়। কোথাও শান্তি নেই। শান্তি তো দরকার না? কেউ যদি ঝগড়া করে তো তার উপর দয়া হওয়া উচিৎ যে, 'আরে, এর কত অশান্তি যে ঝগড়া শুরু করেছে।' যারা আকুল হয়, তারা সবাই দুর্বল হয়।

নালিশ? না, 'এডজাস্ট'

ব্যাপারটা এইরকম যে ঘরেও 'এডজাস্ট' হতে জানা চাই। তুমি সৎসঙ্গ থেকে দেরীতে ঘরে ফিরলে ঘরের লোক কি বলবে? 'একটু-আধটু সময়ের খেয়াল তো রাখা চাই?' তখন আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলে অসুবিধা কোথায়? বলদ না চললে তেলী তাকে অঙ্কুশের খোঁচা মারে; তার বদলে যদি ও আগে চলতে থাকে তো তেলী ওকে খোঁচা মারবে না! নইলে তেলী আরও খোঁচা মারবে আর তাকে চলতে হবে। চলতে তো হবে, না কি?

তুমি এরকম দেখেছো কি? আগায় পেরেক লাগানো লাঠি দিয়ে খোচা দেয়, বোবা প্রাণী কি করবে? ও কাকে নালিশ জানাবে?

এইসব লোককে যদি কেউ খোঁচা দেয় তো তাদের বাঁচাতে অন্য লোকজন এগিয়ে আসবে, কিন্তু এই বোবা প্রাণী কার কাছে নালিশ করবে? এখন ওর এরকম মার খাওয়ার সময় কেন এল? কারণ আগে অনেক নালিশ করেছিল। তার এই পরিণাম এসেছে। সেইসময় ক্ষমতায় ছিল, তখন নালিশের পর নালিশ করেছে। এখন ক্ষমতায় নেই, সেইজন্যে নালিশ না করেই থাকতে হবে। এখন তাই 'প্লাস-মাইনাস' করে ফেল। এর বদলে ফরিয়াদী হোয়ো না। এতে ভুল কোথায়? ফরিয়াদী হলে তবেই না আরোপী হওয়ার সময় আসবে? আমার তো আরোপী হওয়ারও দরকার নেই আর ফরিয়াদী হওয়ারও দরকার নেই! কেউ গালি দিয়ে গেলে তা জমা করে নেবে। ফরিয়াদী হবেই না। তোমার কি মনে হচ্ছে? ফরিয়াদী হওয়া ভালো? তার বদলে যদি অগে থেকেই 'এডজাস্ট' হয়ে যাও তো তাতে ভুল কোথায়?

উল্টো বলে ফেলার পরে

ব্যবহারে 'এডজাস্টমেন্ট' নেওয়া - একে এই কালে জ্ঞান বলে। হ্যাঁ, এডজাস্টমেন্ট করে নেবে। এডজাস্টমেন্ট ভেঙে গেছে, তবুও এডজাস্ট করে নেবে। তুমি কাউকে ভাল-মন্দ কিছু বলে ফেলেছো। এখন বলাটা তোমার হাতে নয়। তুমিও তো কখনও এরকম বলে দাও, না কি বলো না? বলে তো দিলে, কিন্তু পরে সাথে-সাথেই বুঝতে পারো যে ভুল হয়ে গেছে। বুঝতে পারবে না এরকম হয় না, কিন্তু সেই সময় আমরা এডজাস্ট করতে যাই না। পরে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বলা উচিৎ, 'ভাই', আমার মুখ থেকে সেইসময় খারাপ কথা বেরিয়ে গিয়েছিল, আমার ভুল হয়ে গেছে, এজন্য ক্ষমা করো!' তো এডজাস্টমেন্ট হয়ে গেল। এতে কোন অপত্তি আছে?

প্রশ্নকর্তা ঃ না, কোন আপত্তি নেই।

সব জায়গায় এডজাস্টমেন্ট

প্রশ্নকর্তা ঃ অনেক বার এমন হয় যে একই সময়ে একই বিষয়ে দুজনের সাথে এডজাস্টমেন্ট নিতে হয়, তো তখন দুজনের কাছে কি করে পৌঁছাব?

দাদাশ্রী ঃ দুজনের সাথেই নেওয়া যায়। আরে, সাতজনের সাথে নেওয়ার হলেও নেওয়া যায়। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কি করলে?' তাকে বলবে, 'হ্যাঁ ভাই, আপনার কথা মতই করব।' দ্বিতীয় জনকেও এরকম বলবে, 'তুমি যেমন বলছ সেরকম করব।'

'ব্যবস্থিত'-এর বাইরে তো কিছউ হবে না। সেজন্য ঝগড়া না হয় এরকম কোন উপায় করবে। মুখ্য বস্তু 'এডজাস্টমেন্ট'। হ্যাঁ বললে মুক্তি। আমরা হ্যাঁ বললেও 'ব্যবস্থিত'-এর বাইরে কিছু হবে কি? কিন্তু 'না' বললে ভীষণ ঝামেলা।

ঘরে স্বামী-স্ত্রী দুজনে স্থিরনিশ্চয় করবে যে আমাকে 'এডজাস্ট' হতে হবে। তাহলে দুজনেরই সমাধান আসবে। ও বেশি টানাটানি করে তো তুমি 'এডজাস্ট' হলে সমাধান বেরিয়ে যাবে। একজনের হাতে ব্যথা হচ্ছিল, কিন্তু সে অন্য কাউকে বলেনি, আর অন্য হাত দিয়ে সেই হাত টিপে 'এডজাস্ট' করছিল। এইরকম 'এডজাস্ট' করতে পারলে সমস্যার সমাধান হবে। 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার' না হলে তো সবাই পাগল হয়ে যাবে। সামনের লোককে বিরক্ত করছিলে, সেই কারণেই সে পাগল হয়েছে। কুকুরকে একবার বিরক্ত করো, দু-বার, তিন-বার বিরক্ত করো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সম্মান রাখবে। কিন্তু বার-বার বিরক্ত করলে সে-ও আমাকে কামড়ে দেবে। সে-ও বুঝে যাবে যে এ রোজ-রোজ বিরক্ত করে,এ না-লায়েক, নির্লজ্জ। এটা বোঝার মতো কথা। এতটুকুও ঝঞ্ঝাট করবে না, 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার।'

যে 'এডজাস্ট' হওয়ার কলা শিখে গেছে সে দুনিয়া থেকে মোক্ষের দিকে ঘুরে গেছে। 'এডজাস্টমেন্ট' হয়েছে, এরই নাম জ্ঞান। যে 'এডজাস্টমেন্ট' শিখে গেছে সে পার পেয়ে গেছে। যা ভুগবার সে তো ভুগতেই হবে। ক্তি যে 'এডজাস্টমেন্ট' নতে শিখে গেছে তাকে বাধার সম্মুখীন হতে হবে না, হিসাব শোধ হয়ে যাবে। কখনও লুটেরার সামনে পড়লে, তার সাথ 'ডিসএডজাস্ট' হলে সে তো মারবে। তার বদলে একদম স্থির করো যে

এর সাথে 'এডজাস্ট' হয়ে কাজ সারতে হবে। তারপরে জিজ্ঞাসা করো, 'ভাই, তোমার কি ইচ্ছা? দেখো ভাই, আমি তো যাত্রায় বেরিয়েছি।' তার সাথে 'এডজাস্ট' হয়ে যাবে।

স্ত্রী খাবার বানিয়েছে, তাতে ভুল বার করলে তা ব্লান্ডার। এরকম ভুল বার করবে না। যেন নিজে কখনও ভুল করো না এভাবে কথা বলে। হাউ টু এডজাস্ট? এডজাস্টমেন্ট নেওয়া উচিৎ। যার সাথে সবসময় থাকতে হবে তার সাথে এডজাস্টমেন্ট নিতে হবে না? তোমার থেকে যদি কেউ দুঃখ পায় তো তাকে ভগবান মহাবীর-এর ধর্ম কি করে বলবে? আর ঘরের লোকেদের তো অবশ্যই দুঃখ না হওয়া চাই।

ঘর - একটি বাগিচা

এক ভাই আমাকে বলছিল যে, 'দাদাজী, আমার স্ত্রী ঘরে এইরকম করে, ওইরকম করে।' তখন আমি তাকে বললাম যে তোমার স্ত্রী-কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, 'আমার পতিই নির্বোধ।' এখন এতে তুমি তোমার একার ন্যায় কেন খুঁজছো কেন? তখন সে ভাই বলল, 'আমার তো ঘর বিগড়ে গেছে, বাচ্চারা বিগড়ে গেছে, স্ত্রী বিগড়ে গেছে।' আমি বললাম, 'কিছুই বিগড়ে যায় নি। তোমার 'দেখার' চোখ নেই। তোমার নিজের ঘর 'দেখতে' পারা চাই। প্রত্যেকের প্রকৃতিকে চিনতে পারা চাই।

ঘরে এডজাস্টমেন্ট হয় না, তার কারণ কি? পরিবারে বেশী সদস্য হলে তাদের সবার মধ্যে তাল-মেল থাকে না। পরে দই জমার আগেই হাত দেওয়ার মত ব্যাপার হয়ে যায়। এরকম কেন হয়? মানুষের স্বভাব একরকম হয় না। যুগ যেরকম হয় স্বভাবও সেরকম হয়ে যায়। সত্যযুগে সবার মধ্যেই মিল থাকে। ঘরে একশো-জন থাকলেও দাদাজী যা বলেন সেই অনুসারে সবাই চলত আর এই কলিযুগে তো দাদাজী কিছু বললে তাকে লম্বা-চওড়া গালি শোনায়। বাবা যদি কিছু বলে তো তাকেও সেরকমই শুনিয়ে দেয়।

এখন মানুষ তো মানুষ-ই, কিন্তু তোমার চেনার ক্ষমতা নেই। ঘরে পঞ্চাশজন লোক আছে কিন্তু তুমি তাদের চিনতে সক্ষম নও। সেইজন্যে একে অন্যের ব্যাপারে দখল হয়ে যায়। এদেরকে চেনা তো দরকার। ঘরে

কোন ব্যক্তি যদি কিচ্‌কিচ্‌ করে তো সেটা তার স্বভাব। সেইজন্যে তোমাকে বুঝে নিতে হবে এর স্বভাব এইরকম। তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারো যে এ এইরকমই? তাহলে এতে আর বেশি খোঁজ করার কি দরকার? তুমি চিনতে পেরেছো, তাহলে আর খোঁজ-খবরের কোন দরকার থাকে না। কিছু লোকের রাতে দেরীতে শোওয়া স্বভাব, আবার কিছু লোক তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। তো এদের মধ্যে সমন্বয় কি করে হবে? আর পরিবারে সব সদস্য যদি একসাথে থাকে তাহলে কি হবে? ঘরে যদি কারোর এরকম বলার অভ্যেস থাকে যে 'তোমার আক্কেল কম' তাহলে তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে এর কথাই এরকম। সুতরাং তোমাকে এডজাস্ট হতে হবে। তার বদলে তুমিও প্রত্যুত্তর দিতে থাকলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কেননা সে তো তোমাকে ধাক্কা দিয়েছ, কিন্তু তুমিও তাকে ধাক্কা দিলে তোমারও চোখ নেই এটাই প্রমাণিত হয়ে যায় না কি? আমি এটাই বলতে চাইছি যে প্রকৃতির সায়েন্স জানো। বাকী, আত্মা তো আলাদা জিনিষ।

বাগিচার ফুলের বর্ণ - সুগন্ধ বিভিন্ন

তোমার ঘর তো বাগিচা। সত্য-ক্রেতা-দ্বাপরযুগে ঘর ক্ষেতের মত হত। কোন ক্ষেতে শুধুই গোলাপ, কোন ক্ষেতে শুধুই চম্পা। কিন্তু এখন ঘর বাগানের মত হয়ে গেছে। সেইজন্যে এটা জুঁই না গোলাপ তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে না? সত্যযুগে এইরকম ছিল যে একটা ঘরে গোলাপ হলে সবাই গোলাপ আর অন্য ঘরে একজন জুঁই হলে অন্য সকলেই জুঁই হত। এক পরিবারে সমস্তই গোলাপের গাছ, একটা ক্ষেতের মত। সেইজন্যে অসুবিধা হত না। আর আজকাল বাগানের মত হয়ে গেছে। এক ঘরে একজন গোলাপের মত তো আরেকজন জুঁইয়ের মত। তাই গোলাপ চেঁচামেচি করে যে তুই কেন আমার মত নয়? তোর রং দেখ, কেমন সাদা আর আমার রং কেমন সুন্দর! তখন জুঁই বলে তোর তো খালি কাঁটা। এখন গোলাপ হলে কাঁটা থাকবে আর জুঁইফুল হলে কাঁটা থাকবে না। জুঁইফুল সাদা হবে আর গোলাপ ফুল গোলাপী হবে, লাল হবে। এই কলিযুগে একই ঘরে আলাদা আলাদা গাছ হয়। অর্থাৎ ঘর বাগানের মত হয়ে গেছে। কিন্তু এটা যার দেখার ক্ষমতা নেই তার কি হবে? তার দুঃখ তো হবেই। জগতের এটা দেখার দৃষ্টি নেই। আসলে কেউ খারাপ হয় না।

এই মতভেদ তো নিজের অহংকারের জন্যে হয়। যে দেখতে জানে না তার অহংকার আছে। আমার অহংকার নেই তাই সারা সংসারে কারোর সাথে আমার মতভেদ হয় না। আমি দেখতে পাই এটা 'গোলাপ', এটা 'জুঁই', এ 'ধুতুরা', এটা কটু 'কুঁদরু'-র ফুল। এরকম সব আমি চিনতে পারি। মানে বাগানের মত হয়ে গেছে। এটা প্রশংসনীয় নয় কি? তোমার কি মনে হয়?

প্রশ্নকর্তা ঃ ঠিক আছে।

দাদাশ্রী ঃ কথা হল যে প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয় না। ও তো যেমনকার তেমন জিনিস, ওতে কোন পার্থক্য হয় না। আমি প্রত্যেক প্রকৃতিকে জেনেছি, সেইজন্য তাড়াতাড়ি চিনতে পারি। তাই আমি প্রত্যেকের সাথে তার প্রকৃতি অনুসারে থাকি। সূর্যের সাথে যদি আমি দুপুর বারোটার সময় বন্ধুত্ব করি তো কি হবে? এইভঅবে যদি আমি বুঝতে পারি যে এ গ্রীষ্মের সূর্য, এ শীতের সূর্য, এরকম সব বুঝলে কোন অসুবিধা হবে কি?

আমি প্রকৃতিকে চিনি, সেইজন্যে তুমি ধাক্কা দিতে চাইলেও আমি ধাক্কা লাগতে দেব না, সরে যাব। নয়তো দুজনেরই অ্যাক্সিডেন্ট হবে আর দুজনেরই স্পেয়ারপার্টস ভেঙে যাবে। কারোর যদি বাম্পার ভেঙে যায় তো ভিতরে যারা বসে আছে তাদের কি অবস্থা হবে? যারা বসে আছে তাদের দুর্দশা হবে না! সুতরাং প্রকৃতিকে চেনো। ঘরে সবার প্রকৃতি চিনে নিতে হবে।

এই কলিযুগে প্রকৃতি ক্ষেতের মত নয়, বাগিচার মত। একজন চম্পা তো অন্যজন গোলাপ, জুঁই, চামেলী এইসমস্ত। তাই সব ফুল ঝগড়া করে। একজন যদি বলে আমার এইরকম তো আরেকজন বলে আমার এইরকম। তখন একজন বলবে তোর কাঁটা আছে, চলে যা, তোর সাথে কে থাকবে। এইরকম ঝগড়া চলতেই থাকে।

কাউন্টারপুলীর চমৎকার

আমার নিজের মত প্রথমে রাখা উচিৎ নয়। সামনের জনকে জিজ্ঞাসা করবে যে এই প্রসঙ্গে তুমি কি বলতে চাও? সে যদি নিজের মত ধরে রাখে তো আমি নিজের মত ছেড়ে দিই। আমার তো এটাই দেখার যে কোনভাবে যেন সামনের জনের দুঃখ না হয়। নিজের অভিপ্রায় সামনের

লোকের উপর চাপিয়ে দেবে না। সামনের জনের অভিপ্রায় তোমাকে নিতে হবে। আমি তো সবার অভিপ্রায় নিয়ে 'জ্ঞানী' হয়েছি। আমি নিজের অভিপ্রায় অন্যের উপর চাপিয়ে দিলে তো আমিই অবুঝ হয়ে যাব। নিজের অভিপ্রায় থেকে কারোর দুঃখ যেন না হয়। তোমার 'রিভল্যুশন' আঠারো শো আর অন্যজনের ছ'শো, আর তুমি ওর উপর নিজের অভিপ্রায় চালিয়ে দিলে তো ওর 'ইঞ্জিন ভেঙে পড়বে। ওকে সমস্ত 'গীয়ার' বদলাতে হবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ 'রিভল্যুশন' মানে কি?

দাদাশ্রী ঃ এই যে চিন্তা করার স্পীড, তা প্রত্যেকের আলাদা - আলাদা হয়। কোন ঘটনা ঘটলে মন তো একমিনিটেই কত কিছু দেখিয়ে দেয়। ওর সমস্ত পর্যায় 'অ্যাট এ টাইম' দেখিয়ে দেয়। এই বড়-ভড় প্রেসিডেন্টদের এক মিনিটে বারো-শো 'রিভল্যুশন' ঘোরে আর আমার পাঁচ-হাজার আর ভগবান মহাবীর-এর লাখ 'রিভল্যুশন' ঘুরতো!

এই মতভেদ-এর কারণ কি? তোমার স্ত্রী-র 'রিভল্যুশন' একশো আর তোমার 'রিভল্যুশন' পাঁচ-শো, অথচ তুমি মধ্যিখানে 'কাউন্টারপুলী' দিতে জান না। সেই কারণেই স্ফুলিঙ্গ বার হয় আর ঝগড়া হতে থাকে। আরে, কখনো কখনো তো 'ইঞ্জিন' ও ভেঙে পড়ে। 'রিভলুশন' জিনিষটা বুঝলে? তুমি যদি এই মজদুরের সাথে কথা বলো তো তোমার কথা ও বুঝতে পারবে না। ওর 'রিভল্যুশন' পঞ্চাশ আর তোমার পাঁচ-শো। কারোর হাজার হয়, কারোর বারো-শো হয়, যার যেরকম 'ডেভেলপমেন্ট' সেই অনুযায়ী তার 'রিভল্যুশন' হয়। মাঝখানে 'কাউন্টারপুলী' দিলে তখন তোমার কথা সে বুঝতে পারবে। 'কাউন্টারপুলী' মানে তোমাকে মধ্যে পাটা দিয়ে নিজের 'রিভল্যুশন' কম করতে হবে। আমি প্রত্যেক মানুষের সাথে 'কাউন্টারপুলী' দিয়ে দিই। শুধু নিরহংকার হলেই যে কাজ হবে তা নয়। 'কাউন্টারপুলী' প্রত্যেকের সাথে নিতে হবে। এই কারণে আমার কারো সাথে মতভেদ হয়ই না। আমি জানি যে এই ভাইয়ের 'রিফল্যুশন' এত, আর সেই অনুসারে আমি 'কাউন্টারপুলী' দিই। আমার তো ছোট বাচ্চাদের সাথেও খুব ভালো জমে যায়। কেননা আমি তাদের জন্যে চল্লিশ 'রিভল্যুশন' করে রাখি। তাই তারা আমার কথা বুঝতে পারে। নয়তো এই 'মেশিন' ভেঙে যাবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ কেউ যখন সামনের জনের লেভেলে আসে তখনই কথা হয়?

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, ওর 'রিভল্যুশন'-এ আসলে তবেই কথা হবে। তোমার সাথে কথা বলতে বলতে আমার 'রিভল্যুশন' তো কোথায় কোথায় ঘুরে এল। সমস্ত বিশ্ব ঘুরে এল। তুমি 'কাউন্টারপুলী' দিতে জান না। এতে কম 'রিল্যুশন'-এর ইঞ্জিনের দোষ কি? ওতো তোমার দোষ যে তুমি 'কাউন্টারপুলী' দিতে জান না।

শেখো, ফিউজ লাগাতে

এটুকুই বুঝে নেবে যে এই 'মেশিনারী' কি রকম আর এর 'ফিউজ্' উড়ে গেলে কিভাবে এতে 'ফিউজ্' লাগানো যায়। সামনের জনের প্রকৃতির সাথে 'এডজাস্ট' হতে পারা চাই।

আমার তো যদি সামনের জনের 'ফিউজ্' উড়ে যায় তাহলেও তার সাথে 'এডজাস্টমেন্ট' হয়। কিন্তু সামনের জনের যদি 'এডজাস্টমেন্ট' ভেঙে যায় তো কি হবে? 'ফিউজ্' চলে গেলে তো দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খাবে, দরজার সাথে ধাক্কা খাবে, কিন্তু ওয়্যার (তার) নষ্ট হয় নি, কানেক্শন নষ্ট হয় নি। সুতরাং কেউ যদি 'ফিউজ্' লাগিয়ে দেয় তো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, নয়তো ততক্ষণ পর্য্যন্ত অশান্তি-তে থাকবে।

আয়ু সংক্ষিপ্ত আর ঝামেলা বেশী

সবথেকে বড় দুঃখ কি? 'ডিসএড্জাস্ট্মেন্ট্'। সেখানে 'এড্জাস্ট্ এভরিহোয়্যার' করে নিলে অসুবিধা কি?

প্রশ্নকর্তা ঃ তাতে তো পুরুষার্থ চাই।

দাদাশ্রী ঃ কোন পুরুষার্থ চাই না। আমার আজ্ঞা পালন করবে যে দাদাজী বলেছেন 'এড্জাস্ট্ এভরিহোয়্যার', তাহলেই 'এড্জাস্ট্' হতে থাকবে। স্ত্রী যদি বলে, 'তুমি চোর।' তাহলে বলবে, 'ইউ আর কারেক্ট।' স্ত্রী দেড়শো টাকার শাড়ী আনতে বললে তুমি পঁচিশ টাকা বেশী দেবে তাহলে ছ'মাস পর্য্যন্ত তো চলবে!

দেখো, ব্রহ্মাজীর একদিন মানে আমাদের পুরো জীবন! ব্রহ্মাজীর একদিনের বরাবর জীবনে বাঁচার জন্য এত অশান্তি করা কেন? যদি তুমি ব্রহ্মাজীর একশো বছর বাঁচতে তাহলে ভাবতে 'ঠিক আছে, কি জন্যে এডজাস্ট হব?' দাবী ঠুকে বলতে। কিন্তু এ তো জল্‌দি শেষ করতে হবে, এর কি করবে? 'এড্‌জাস্ট' হয়ে যাবে না কি দাবী করবে? কিন্তু এ তো একদিন মাত্র, এ তো তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। যে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, সেখানে কি করা উচিৎ? 'এড্‌জাস্ট' হয়ে ছোট করে নিতে হবে নয়তো বেড়েই চলবে, না কি বাড়বে না? স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করলে রাতে ঘুম আসবে কি? আর সকালে ভাল জল-খাবার পাবে না।

আত্মস্থ করো, জ্ঞানীর জ্ঞানকলা!

কোন দিন স্ত্রী বলে, 'আমাকে ওই শাড়ীটা এনে দেবে না? ওই শাড়ী আমাকে এনে দিতে হবে।' স্বামী প্রশ্ন করল, 'কিরকম দামের শাড়ী দেখেছো?' স্ত্রী বলল, 'বেশী নয়, বাইশ শো টাকার।' তখন এ বলে, 'তুমি বাইশ শো টাকার বলছো, কিন্তু এখন আমি টাকা পাব কোথায়। এখন হাতে টাকা নেই, দু-তিন শো হলে এনে দিতাম, কিন্তু তুমি তো বাইশ শো বলছ। ও রাগ করে বসে থাকল, তখন কিরকম দশা হবে! এরকমও মনে হয় কি আরে, এর চেয়ে তো বিয়ে না করলেই ভাল ছিল। বিয়ের পর পশ্চাতাপ, তাতে কি লাভ? অর্থাৎ এসবই দুঃখ।

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি কি বলছেন স্ত্রীকে বাইস শো টাকার শাড়ী এনে দিতে হবে?

দাদাশ্রী ঃ এনে দেওয়া না দেওয়া তোমার উপর নির্ভর করছে। রাগ করে রোজ রাতে 'খাবার বানাবো না' বললে তুমি কি করবে, কোথা থেকে রাঁধুনী আনবে? এইজন্যে ধার করেও শাড়ী এনে দিতে হবে নাকি?

তুমি এমন ব্যবস্থা করো যাতে শাড়ী ও নিজেই না আনে। তুমি যদি মাসে আট হাজার টাকা পাও তো এক হাজার নিজের হাত খরচের জন্যে রেখে সাত হাজার ওকে দিয়ে দেবে। তারপরে কি আর সে বলবে যে শাড়ী নিয়ে এসো? উল্টে তুমিই কোনদিন মজা করে বলতে পারো, 'ওই শাড়ীটা খুব সুন্দর ছিল, নিলে না কেন?' নিজের ব্যবস্থা ওকে নিজেকেই করতে হবে। যদি তুমি ব্যবস্থা করতে যাও তো ও তোমার উপর জোর

করবে। এই সমস্ত কথা আমি 'জ্ঞান' হওয়ার পূর্বেই শিখেছি। সমস্ত কলা-ই আমার কাছে আসার পর আমার জ্ঞান হয়েছে। এখন বলো, এই কলা জানা নেই, সেইজন্যেই না এই দুঃখ! তোমার কি মনে হয়?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, ঠিকই।

দাদাশ্রী : এটা তুমি বুঝতে পারলে? ভুল তো তোমার নিজেরই, না? কলা জানা নেই বলেই না? কলা শেখার প্রয়োজন আছে।

ক্লেশের মূল কারণ : অজ্ঞানতা

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ক্লেশ হওয়ার কারণ কি? স্বভাবে মিল হয় না বলে?

দাদাশ্রী : অজ্ঞানতার কারণে। সংসারের অর্থই হল কারোর সাথে কারোর স্বভাব মেলে না। এই জ্ঞান পাওয়ার একটাই রাস্তা, 'এড্জাস্ট এভ্রিহোয়্যার'! কেউ তোমাকে মারলেও তার সাথে তোমাকে 'এডজাস্ট্' হতে হবে।

আমি এই সোজা - সরল রাস্তা বলে দিচ্ছি। আর সংঘর্ষ কি রোজ-রোজ হয়? ও তো যখন নিজের কর্মের উদয় হয়, তখনই হয়, সে সময় 'এডজাস্ট' হতে হবে। ঘরে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হলে তারপর তাকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে খুশী করে দেবে। যেন ঝগড়ার রেশ (তাঁতো) না থাকে।

সংসারের কোন কিছুই আমাদের ফিট (এডজাস্ট্) হবে না। আমরা যদি তাতে ফিট হয়ে যাই তো দুনিয়া সুন্দর আর যদি তাকে ফিট করতে যাই তো দুনিয়া টেড়া। সুতরাং 'এডজাস্ট এভ্রিহোয়্যার'। আমরা তাতে ফিট হয়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই।

দাদাজী, পুর্ণতঃ এডজাস্টেব্ল্

একবার কঢ়ী (একপ্রকার ব্যঞ্জন) ভালো হয়েছিল কিন্তু লবন বেশী ছিল। আমার মনে হল এতে লবন বেশী আছে, কিন্তু একটু তো খেতেই হবে! তাই হীরাবা (দাদাজীর পত্নী) ভিতরে যেতেই আমি তাতে খানিকটা জল মিশিয়ে দিলাম। ও সেটা দেখে ফেললো আর বললো, 'এটা কি করলে?' আমি বললাম, 'তুমি উনুনে বসিয়ে জল ঢাল, আর আমি নীচেই ঢাললাম।' তো বলে, 'কিন্তু আমি তো জল ঢেলে ফুটিয়ে দিই।' আমি

বললাম, 'আমার কাছে দুই-ই সমান।' আমার তো কাজের সাথে সম্পর্ক!

তুমি আামাকে এগারোটার সময় যদি বলো, 'তোমাকে খেয়ে নিতে হবে।' আমি বলবো 'একটু পরে খেলে চলবে না?' তখন যদি বলো যে, 'না, খেয়ে নাও, কাজ শেষ হবে।' তাহলে আমি সাথে সাথে খেতে বসে যাব। আমি তোমার সাথে 'এড্জাস্ট্' হয়ে যাব।

থালায় যা আসবে তাই খেয়ে নেবে।। যা সামনে আসে তাই সংযোগ আর ভগবান বলেছেন যে সংযোগকে ধাক্কা মারলে সেই ধাক্কা তোমারই লাগবে। এইজন্যে আমার পছন্দ নয় এরকম জিনিষ থালায় দিলে তার থেকে দুটো খেয়ে নিই। না খেলে দুজনের সাথে ঝগড়া হবে। এক তো যে রান্না করেছে তার সাথে ঝঞ্ঝাট হবে, তিরস্কার করা হবে আর দ্বিতীয়তঃ খাদ্যবস্তুর সাথে। খাদ্যবস্তু বলবে, 'আমার কি অপরাধ? আমি তোমার কাছে এসেছি, তুমি আমার অপমান করছো কেন? তোমার যে-টুকু ঠিক মনে হয় তা নাও, কিন্তু আমার অপমান করো না।' এখন আমার একে মান দেওয়া উচিৎ নয় কি? আমাকে তো পছন্দ নয় এমন জিনিষ কেউ দিলেও আমি তার মান দিই। কারণ একে তো এমনি কিছুই পাওয়া যায় না, আর যদি পাওয়া গেল তো তাকে মান দিতে হয়। কেউ তোমাকে কিছু খেতে দিয়েছে আর তুমি তার দোষ বের করলে তো তাতে সুখ বাড়বে না কমবে?

যাতে সুখ কমে যায় এমন কাজ না করাই উচিৎ, নয় কি? আমি তো বহুবার পছন্দ নয় এমন সব্জীও খেয়ে নিই এবং তারপরে বলি আজকের সব্জীটা খুব ভালো হয়েছে।

আরে, অনেক সময় তো চায়ে চিনি না দিলেও আমি বলি না। তাতে লোকে বলে 'এরকম করলে ঘরে সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে।' আমি বলি, 'কাল কি হয় দেখো না।' পরের দিন শোনা গেল, 'কাল চায়ে চিনি দেওয়া হয় নি, তুমি তো আমাকে কিছু বললে না।' আমি বললাম, 'আমার বলার কি দরকার? তুমি তো বুঝতেই পারবে! তুমি না খেলে আমার বলার দরকার ছিল। তুমি তো খাও, তাহলে আর আমার বলার কি দরকার?!'

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু কত জাগৃতি প্রতি মূহুর্তে রাখতে হয়।

হল। এই ‘জ্ঞান’ এমনি -এমনিই হয় নি। অর্থাৎ প্রথম থেকেই এই ভাবে সব ‘এডজাস্টমেন্ট’ নিয়েছি। যতটা হয়, ক্লেশ না দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

একবার স্নান করার সময় মগ দিতে ভুলে গিয়েছিল। এখন যদি এড্জাস্ট না করি তো আমি কিসের জ্ঞানী? আমি এড্জাস্ট করে নিই। হাত দিয়ে দেখলাম জল খুব গরম। কল খুললাম তো ট্যাঙ্ক খালি। শেষে আমি আস্তে-আস্তে হাত দিয়ে জল চাপড়ে চাপড়ে ঠান্ডা করে স্নান করলাম। সব মহাত্মারা বললো, ‘আজ দাদাজীর স্নান করতে অনেক সময় লেগেছে।’ তো কি করব? জল ঠান্ডা হলে তবে না। আমি কাউকে ‘এটা আনো আর ওটা আনো’ বলি না। এড্জাস্ট হয়ে যাই। এড্জাস্ট হয়ে যাওয়াই ধর্ম। এই দুনিয়ায় তো প্লাস -মাইনাসের এডজাস্টমেন্ট করতে হয়। মাইনাস হলে তাকে প্লাস আর প্লাস হলে তাকে মাইনাস করতে হয়। আমার বোধশক্তিকে যদি কেউ পাগলামি বলে তো আমি বলি, ‘হ্যাঁ, ঠিক আছে।’ সাথে সাথে তাকে মাইনাস করে দিই।

যে এড্জাস্ট হতে পারে না তাকে মানুষ কি করে বলব? যে সংযোগের বশ হয়ে এড্জাস্ট হয়ে যায় তার ঘরে কোন ঝঞ্ঝাট হয় না। আমিও হীরাবা-র সাথে এড্জাস্ট করেই এসেছি না! এর লাভ নিতে চাও তো এড্জাস্ট হয়ে যাও। এ তো লাভের কোন বস্তুই নয়, আর শত্রুতা তৈরী করবে, সে তো আলাদা। কেন না প্রত্যেক জীব স্বতন্ত্র আর নিজে সুখ খুঁজতে এসেছে। অন্যকে সুখ দিতে কেউ আসে নি। এখন সুখের বদলেদুঃখ পেলে শত্রুতা তৈরী হবে, সে স্ত্রী হোক বা সন্তান হোক।

প্রশ্নকর্তা ঃ সুখ খুঁজতে এসে দুঃখ পেলে শত্রুতা হয়?

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, সে ভাই হোক কি বাবা হোক, ভিতরে ভিতরে এই কারণে শত্রুতা হয়। এই দুনিয়াই এরকম, শত্রুতাই করে। স্বধর্মে কারোর সাথে শত্রুতা হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে কিছু প্রিন্সিপ্ল্ (সিদ্ধান্ত) তো হওয়াই চাই। আবার সংযোগানুসার আচরণ-ও করা চাই। সংযোগের সাথে যে এড্জাস্ট হয়ে যায় সে-ই মানুষ। প্রত্যেক সংযোগে যদি এড্জাস্ট্মেন্ট্ নিতে শেখে তাহলে একদম মোক্ষে পৌঁছাতে পারে, এমন আশ্চর্য্য হাতিয়ার।

এই দাদাজী গভীর-গহনও, মিতব্যয়ী-ও আবার অমিতব্যয়ী-ও। নিশ্চিতভাবে অমিতব্যয়ী হওয়া সত্ত্বেও ‘কমপ্লীট এড্জাস্টেবল্’। পরের

গহন। তাই সামনের লোক আমার ব্যবহার গভীরতা-পূর্ণ দেখে। আমার ইকোনমি এড্জাস্টেব্ল্, টপমোস্ট। আমি তো জলও ব্যবহার করি মিতব্যয়ীতার সাথে। আমার প্রাকৃতগুণ সহজভাবে থাকে।

নাহলে ব্যবহারের ঝঞ্ঝাট আটকাবে

প্রথমে এই ব্যবহার শিখতে হবে। ব্যবহার না বোঝার জন্যেই তো লোকে বিভিন্ন প্রকারে মার খাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা ঃ অধ্যাত্ম সম্পর্কে আপনার উপদেশ নিয়ে তো কিছু বলার-ই নেই, কিন্তু ব্যবহারেও আপনার উপদেশ 'টপ' (সর্বোত্তম)।

দাদাশ্রী ঃ আসলে কি জান, ব্যবহারের বোধ 'টপ' না হয়ে কেউ মোক্ষে যায় নি। যতই দামী হোক না কেন, বারো লাখের আত্মজ্ঞান হলেও ব্যবহার কি ছেড়ে দেবে? এ না ছাড়লে তুমি কি করবে? তুমি 'শুদ্ধাত্মা' তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যবহার ছাড়লে তখন। তুমি ব্যবহারে ঝঞ্ঝাট - ঝামেলা করছ। তাড়াতাড়ি সমাধান আনো না!

এক ভাইকে বলা হল যে, 'যাও, দোকান থেকে আইসক্রীম নিয়ে এসো।' কিন্তু অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে এলো। জানতে চাইলাম, 'কেন?' তো হলে, 'রাস্তায় গাধা সামনে এসে গেল, অশুভ লক্ষণ!' এখন ওর এরকম উল্টো জ্ঞান হয়ে গেছে, সেটা আমাকে দূর করতে হবে না? ওকে বোঝাতে হবে যে, 'ভাই, গাধার মধ্যেও ভগবান বিরাজিত, তাই অশুভ কিছু হয় না। তুমি গাধাকে তিরস্কার করলে সে তিরস্কার ভিতরে বিরাজমান ভগবানের কাছে পৌঁছাবে। এতে তোমার ভীষণ দোষ হবে। আর যেন এরকম না হয়।' এইরকম উল্টো জ্ঞান হয়েছে, এই কারণেই লোকে এড্জাস্ট্ হতে পারে না।

উল্টো-কে সোজা করে, সেই সমকিতী

সমকিতী-র লক্ষন কি? বলা হয়, ঘরের সবাই কিছু উল্টো করে রাখলেও নিজেই সব সরল করে দেয়। প্রত্যেক প্রসঙ্গ সরল করে নেওয়াই সমকিতীর লক্ষণ। আমি এই সংসারের অনেক সূক্ষ্ম খোঁজ করেছি। অন্তিম প্রকারের অনুসন্ধানের পরই আমি এই সব কথঅ বলছি। ব্যবহারে কেমন করে থাকতে তাও বলেছি, আবার মোক্ষে কেমন করে যেতে হয় তাও

বলেছি। তোমার বাধা-বিপত্তি কিভাবে কম হয় সেটাই আমার উদ্দেশ্য।

তোমার কথা সামনের লোকের 'এড্জাস্ট্' হওয়াই চাই। তোমার কথা সামনের লোকের সাথে 'এড্জাস্ট্' না হলে সেটা তোমারই ভুল। ভুল ভাঙলে 'এড্জাস্ট্' হবে। বীতরাগ-দের কথা 'এভ্রিহোয়্যার এড্জাস্ট্মেন্ট্'-এরই কথা।

প্রশ্নকর্তা ঃ দাদাজী, এই 'এড্জাস্ট্ এভ্রিহোয়্যার' যা আপনি বললেন তা থেকে তো সমস্ত মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান বেরিয়ে আসে।

দাদাশ্রী ঃ সবকিছুর সমাধান এসে যায়। আমার এই যে এক-একটা শব্দ, তা সকলের দ্রুত সমাধান আনার জন্য। এ সরাসরি মোক্ষ পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে। সুতরাং 'এড্জাস্ট্ এভ্রিহোয়্যার'!

প্রশ্নকর্তা ঃ এখনও পর্য্যন্ত যা ভালো লাগতো তাতে সবাই এড্জাস্ট্ হতাম আর আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে যেখানে ভালো লাগে না, সেখানে নিজেকেই তাড়াতাড়ি এড্জাস্ট্ হয়ে যেতে হবে।

দাদাশ্রী ঃ 'এভ্রিহোয়্যার এড্জাস্ট' হতে হবে।

দাদাজীর আশ্চর্য্য বিজ্ঞান

প্রশ্নকর্তা ঃ 'এড্জাস্ট্মেন্ট্'-এর যে কথা হচ্ছে তার পিছনের ভাব কি? আর কতদূর পর্য্যন্ত 'এড্জাস্ট্মেন্ট্' নেওয়া উচিৎ?

দাদাশ্রী ঃ ভাব শান্তির, হেতুও শান্তির। অশান্তি উৎপন্ন না করার পদ্ধতি এটা। এ হল দাদাজীর 'এড্জাস্ট্মেন্ট্'-এর বিজ্ঞান। এ এক অদ্ভুত 'এড্জাস্ট্মেন্ট্'। আর যেখানে 'এড্জাস্ট্' হও না, সেখানে তার স্বাদ তো তুমি পাও, না কি? 'ডিসএড্জাস্ট্মেন্ট্'-ই মূর্খতা। 'এড্জাস্ট্মেন্ট্'-কে আমি ন্যায় বলি। আগ্রহ-দুরাগ্রহ এদেরকে ন্যায় বলে না। কোন প্রকারের আগ্রহ ন্যায় নয়। আমি কোন কথায় জেদ করি না। যে জলে মুগ সিদ্ধ হয়, তাতে সিদ্ধ করে নিই। শেষ অবধি নালার জলেও সিদ্ধ করে নিই।

এখনও পর্য্যন্ত একজন মানুষও আমার সাথে ডিসএড্জাস্ট হয় নি। আর এই সমস্ত লোকের তো ঘরের চারজন সদস্যও এড্জাস্ট হয় না। এড্জাস্ট হতে পারবে কি পারবে না? এরকম হওয়া সম্ভব নাকি সম্ভব নয়? আমরা যা দেখি তাই শিখে যাই না কি? এই সংসারের নিয়ম হল

তুমি যা দেখবে সেটা অন্ততঃ করতে পারবে। তাতে কিছু শেখার মত থাকে না। কি পারবে না? আমি যদি কেবল উপদেশ দিই সে তো তোমার আসবে না। কিন্তু আমার আচরণ দেখলে তা সহজেই পারবে।

এখানে ঘরে 'এড্‌জাস্ট্‌' হতে পারে না, কিন্তু আত্মজ্ঞান-এর শাস্ত্র পড়তে বসে যায়! ছাড় না! আগে তো 'এটা' শেখো! ঘরে তো 'এড্‌জাস্ট্‌' হতে পারে না। এ-রকমই এই সংসার।

সংসারে আর কিছু না পারলেও কোন অসুবিধা নেই। ব্যবসা ভাল না জানলেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এড্‌জাস্ট হতে পারা চাই। অর্থাৎ পরিস্থিতির সাথে এড্‌জাস্ট হতে শিখতে হবে। এইকালে এড্‌জাস্ট না হতে পারলে মারা পড়বে। তাই 'এড্‌জাস্ট্‌ এভ্‌রিহোয়্যার' হয়ে কার্য্যসিদ্ধি করে নেওয়া চাই।

- জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকসমূহ

১. জ্ঞানীপুরুষ কি পহেচান
২. সর্ব (দুঃখোঁ) সে মুক্তি
৩. কর্ম কে সিদ্ধান্ত
৪. আত্মবোধ
৫. ম্যাঁয় কৌন হুঁ?
৬. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
৭. ভুগতে উসি কি ভুল
৮. অ্যাডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৯. টকরাও টালিয়ে
১০. হুয়া সো ন্যায়
১১. চিন্তা
১২. ক্রোধ
১৩. প্রতিক্রমণ
১৪. দাদা ভগবান কৌন?
১৫. প্যয়সোঁ কা ব্যবহার
১৬. অন্তঃকরণ কা স্বরূপ
১৭. জগৎ কর্তা কৌন?
১৮. ত্রিমন্ত্র
১৯. ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম
২০. মাতা-পিতা ঐর বচ্চোঁ কা ব্যবহার
২১. প্রেম
২২. সমঝ সে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সংক্ষিপ্ত)
২৩. দান
২৪. মানব ধর্ম
২৫. সেবা-পরোপকার
২৬. মৃত্যু সময়, পহেলে ঐর পশ্চাৎ
২৭. নিজদোষ দর্শন সে...নির্দোষ
২৮. পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার
২৯. ক্লেশ রহিত জীবন
৩০. গুরু-শিষ্য
৩১. অহিংসা
৩২. সত্য-অসত্য কে রহস্য
৩৩. চমৎকার
৩৪. পাপ-পুণ্য
৩৫. বাণী, ব্যবহার মে...
৩৬. কর্ম কে বিজ্ঞান
৩৭. আপ্তবাণী ১
৩৮. আপ্তবাণী ২
৩৯. আপ্তবাণী ৩
৪০. আপ্তবাণী ৪
৪১. আপ্তবাণী ৫
৪২. আপ্তবাণী ৬
৪৩. আপ্তবাণী ৭
৪৪. আপ্তবাণী ৮
৪৫. আপ্তবাণী ১৩ (পুর্বার্ধ)
৪৬. সমঝ সে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (পুর্বার্ধ)
৪৭. সমঝ সে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (উত্তরার্ধ)

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও ৫৫টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org থেকেও এই পুস্তক প্রাপ্ত করা যায়।

*দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা ''দাদাবাণী'' মাসিক পত্রিকা হিন্দী, গুজরাতী এবং ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

অডালজ ঃ ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সিটী, অহমদাবাদ - কলোল হাইওয়ে, পো ঃ অডালজ, জিলা - গাঁধীনগর, গুজরাত - 382421 ফোন ঃ (079) 39830100, e-mail : info@dadabhagwan.org

রাজকোট ঃ ত্রিমন্দির, অহমদাবাদ - রাজকোট হাইওয়ে, তরঘড়িয়া চৌকড়ী, পোঃ মালিয়াসন, জিলা - রাজকোট, ফোন ঃ 9924343478

ভূজ ঃ ত্রিমন্দির, হিল গার্ডেন-এর পিছনে, এয়ারপোর্ট রোড, ফোন ঃ - (02832) 290123.

মোরবী ঃ ত্রিমন্দির, মোরবী - নওলখী হাইওয়ে, পো ঃ জেপুর, তালুকা-মোরবী, জিলা - রাজকোট, ফোন ঃ (02822) 297097

সুরেন্দ্রনগর ঃ ত্রিমন্দির, সুরেন্দ্রনগর - রাজকোট হাইওয়ে, লোকবিদ্যালয়-এর নিকট, মুলী রোড, ফোন ঃ 9737048322

অমরেলী ঃ ত্রিমন্দির, লীলীয়া বাইপাস চৌকড়ী, খারাবাড়ী, ফোন ঃ 9924344460

গোধরা ঃ ত্রিমন্দির, ভামৈয়া গাঁও, এফ সি আই গোডাউন-এর সামনে, গোধরা জি-পঞ্চমহাল, ফোন ঃ (02672) 262300.

আহমদাবাদ ঃ দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি, নবগুজরাত কলেজের পিছনে, উসমানপুরা, আহমদাবাদ - 380014 ফোন ঃ (079) 27540408

বড়োদারা ঃ দাদা মন্দির, ১৭ মামা-কি-পোল মুহল্লা, রাওপুরা থানার সামনে, সলাটবাড়া, বড়োদরা, ফোন ঃ 9924343335

মুম্বাই ঃ	9323528901	দিল্লী ঃ	9810098564
কোলকাতা ঃ	9830093230	চেন্নাই ঃ	9380159957
জয়পুর ঃ	9351408285	ভোপাল ঃ	9425024405
ইন্দৌর ঃ	9039936173	জব্বলপুর ঃ	9425160428
রায়পুর ঃ	9329644433	ভিলাই ঃ	9827481336
পাটনা ঃ	7352723132	অমরাবতী ঃ	9422915064
বেঙ্গলুর ঃ	9590979099	হায়দ্রাবাদ ঃ	9989877786
পুনে ঃ	9422660497	জলন্ধর ঃ	9814063043

U.S.A. :	DBVI Tel. : +1 877-505-DADA (3232), Email : info@us.dsdabhagwan.org	UAE :	+971 557316937
		Australia :	+61 421127947
U.K. :	+44 330-111-DADA (3232)	New Zealand :	+64 21 0376434
Kenya :	+254 722 722 063	Singapore :	+65 81129229

www.dadabhagwan.org

এডজাস্ট এভরিহোয়্যার

সংসারে যদি আর কিছু না জানে তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু 'এডজাস্ট' হওয়া তো জানা চাই। সামনের জন যদি 'ডিস্এডজাস্ট' হয় তো তোমার অনুকূল হতে জানা চাই। তাহলে কোন দুঃখ হবে না। সেইজন্যে 'এডজাস্ট এভরিহোয়্যার'। প্রত্যেকের সাথে 'এডজাস্টমেন্ট' হওয়া, এই সব থেকে বড় ধর্ম। এই কালে তো প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, সেখানে 'এডজাস্ট' না হয়ে কেমন করে চলবে।

আমি এই সংসারের অনেক সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করেছি। অন্তিম প্রকারের খোঁজ করেই আমি এই সমস্ত কথা বলছি। ব্যবহারে কেমন করে থাকবে তাও বলেছি, আবার মোক্ষ-এ কেমন করে যাবে তাও বলছি। তোমার মুস্কিল কেমন করে কম হবে এই আমার উদ্দেশ্য।

—দাদাশ্রী

ISBN 978-93-85912-06-1

9 789385 912061

Printed in India

Price ₹10